হুমায়ুন কবির

বন্ধুবরেষু

সূচীপত্র

আকাশলীনা

সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়োনাকো তুমি,
বোলোনাকো কথা অই যুবকের সাথে ;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে ;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে ;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার ;
দূর থেকে দূরে— আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়োনাকো আর।

কী কথা তাহার সাথে ? তার সাথে !
আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ :
তার প্রেম ঘাস হ'য়ে আসে।

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস :
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।

ঘোড়া

আমরা যাইনি ম'রে আজো— তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয় :
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে ;
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন— এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে।
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায় ;
বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝ'রে পড়ে ইস্পাতের কলে ;
চায়ের পেয়ালা ক'টা বেড়ালছানার মতো— ঘুমে— ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হ'য়ে ন'ড়ে গেল ও-পাশের পাইস্-রেস্তরাঁতে ;
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে ;
এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।

সমারূঢ়

'বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে ; ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর ;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়— সে যে আরূঢ় ভণিতা :
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
ব'সে আছে সিংহাসনে— কবি নয়— অজর, অক্ষর
অধ্যাপক ; দাঁত নেই— চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি ;
বেতন হাজার টাকা মাসে— আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি ;
যদিও সে-সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো— হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি ।

নিরঙ্কুশ

মালয় সমুদ্র পারে সে এক বন্দর আছে শ্বেতাঙ্গিনীদের।
যদিও সমুদ্র আমি পৃথিবীতে দেখে গেছি ঢের :
নীলাভ জলের রোদে কুয়ালালুম্পুর, জাভা, সুমাত্রা ও ইন্দোচীন, বালি
অনেক ঘুরেছি আমি— তারপর এখানে বাদামী মলয়ালী
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।

শাদা-শাদা ছোটো ঘর নারকেলখেতের ভিতরে
দিনের বেলায় আরো গাঢ় শাদা জোনাকির মতো ঝরঝরে।
শ্বেতাঙ্গদম্পতি সব সেইখানে সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো
সময় পোহায়ে যায়, মলয়ালী ভয় পায় ভ্রান্তিবশত,
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।

বাণিজ্যবায়ুর গন্ধে একদিন শতাব্দীর শেষে
অভ্যুত্থান শুরু হ'লো এইখানে নীল সমুদ্রের কটিদেশে ;
বাণিজ্যবায়ুর হর্ষে কোনো একদিন,
চারিদিকে পামগাছ— খোলা মদ— বেশ্যালয়— সেঁকো— কেরোসিন
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে রোখে সারাদিন।

সারাদিন দূর থেকে ধোঁয়া রৌদ্রে রিরংসায় সে উনপঞ্চাশ
বাতাস তবুও বয়— উদীচীর বিকীর্ণ বাতাস ;
নারকেলকুঞ্জবনে শাদা-শাদা ঘরগুলো ঠাণ্ডা ক'রে রাখে ;
লাল কাঁকরের পথ— রক্তিম গির্জার মুণ্ড দেখা যায় সবুজের ফাঁকে :
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে নীলিমায় লীন।

রিস্টওয়াচ

কামানের ক্ষোভে চূর্ণ হয়ে
আজ রাতে ঢের মেধ হিম হ'য়ে আছে দিকে-দিকে।
পাহাড়ের নিচে— তাহাদের কারু-কারু মণিবন্ধে ঘড়ি
সময়ের কাঁটা হয়তো বা ধীরে-ধীরে ঘুরাতেছে ;
চাঁদের আলোর নিচে এই সব অদ্ভুত প্রহরী
কিছুক্ষণ কথা কবে ;—
হৃদয়যন্ত্রের যেন প্রীত আকাঙ্ক্ষার মতো ন'ড়ে,
সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো গিলে।
জলপাইপল্লবের তলে ঝরা বিন্দু-বিন্দু শিশিরের রাশি
দূর সমুদ্রের শব্দ
শাদা চাদরের মতো— জনহীন— বাতাসের ধ্বনি
দু-এক মুহূর্ত আরো ইহাদের গড়িবে জীবনী।
স্তিমিত— স্তিমিত আরো ক'রে দিয়ে ধীরে
ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে।

গোধূলি সন্ধির নৃত্য

দরদালানের ভিড়— পৃথিবীর শেষে
যেইখানে প'ড়ে আছে— শব্দহীন— ভাঙা—
সেইখানে উঁচু-উঁচু হরীতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল— রাঙা—

চুপে-চুপে ডুবে যায়— জ্যোৎস্নায়।
পিপুলের গাছে ব'সে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে ছাখে ; সোনার বলের মতো সূর্য আর
রূপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।

হরীতকী শাখাদের নিচে যেন হীরের স্ফুলিঙ্গ
আর স্ফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস :
নৃমুণ্ডের আবছায়া— নিস্তব্ধতা—
বাদামী পাতার ঘ্রাণ— মধুকূপী ঘাস।

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো :
পুরুষ তাদের : কৃতকর্ম নবীন ;
খোঁপার ভিতরে চুলে : নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙকঙের তৃণ।

সেখানে গোপন জল ম্লান হ'য়ে হীরে হয় ফের,
পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই ;
তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে
বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে

মেধাবিনী ; দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।

প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই ; এই নিচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে
ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে— বরুণে
ক্রূর পথ নিয়ে যায় হরীতকী বনে— জ্যোৎস্নায়।
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হ'য়ে গেছে সব ; বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক— কর্কট— তুলা— মীন।

যেই সব শেয়ালেরা

যেই সব শেয়ালেরা জন্ম-জন্ম শিকারের তরে
দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতরে
নীরবে প্রবেশ করে,— বার হয়,— চেয়ে দেখে বরফের রাশি
জ্যোৎস্নায় প'ড়ে আছে ;— উঠিতে পারিত যদি সহসা প্রকাশি
সেই সব হৃদযন্ত্র মানবের মতো আত্মায় :
তাহ'লে তাদের মনে যেই এক বিদীর্ণ বিস্ময়
জন্ম নিতো ;—সহসা তোমাকে দেখে জীবনের পারে
আমারও নিরভিসন্ধি কেঁপে ওঠে স্নায়ুর আঁধারে।

সপ্তক

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে ;— জানি না সে এইখানে
শুয়ে আছে কিনা।
অনেক হয়েছে শোয়া ;— তারপর একদিন চ'লে গেছে
কোন্ দূর মেঘে।
অন্ধকার শেষ হ'লে যেই স্তর জেগে ওঠে আলোর আবেগে :
সরোজিনী চ'লে গেল অতদূর ? সিঁড়ি ছাড়া— পাখিদের
মতো পাখা বিনা ?
হয়তো বা মৃত্তিকার জ্যামিতিক ঢেউ আজ ? জ্যামিতির
ভূত বলে : আমি তো জানি না।
জাফরান-আলোকের বিশুষ্কতা সন্ধ্যার আকাশে আছে লেগে :
লুপ্ত বেড়ালের মতো ; শূন্য চাতুরীর মূঢ় হাসি নিয়ে জেগে।

একটি কবিতা

পৃথিবী প্রবীণ আরো হ'য়ে যায় মিরুজিন নদীটির তীরে ;
বিবর্ণ প্রাসাদ তার ছায়া ফেলে জলে।
ও-প্রাসাদে কারা থাকে ? কেউ নেই— সোনালি আগুন চুপে জলের শরীরে
নড়িতেছে— জ্বলিতেছে— মায়াবীর মতো জাদুবলে।
সে-আগুন জ্ব'লে যায়—দহেনাকো কিছু।
সে-আগুন জ্ব'লে যায়
সে-আগুন জ্ব'লে যায়
সে-আগুন জ্ব'লে যায় দহেনাকো কিছু।
নিমীল আগুনে ওই আমার হৃদয়
মৃত এক সারসের মতো।
পৃথিবীর রাজহাঁস নয়—
নিবিড় নক্ষত্র থেকে যেন সমাগত
সন্ধ্যার নদীর জলে এক ভিড় হাঁস অই— একা ;
এখানে পেল না কিছু ; করুণ পাখায়
তাই তারা চ'লে যায় শাদা, নিঃসহায়।
মূল সারসের সাথে হ'লো মুখ দেখা।

২

রাত্রির সংকেতে নদী যতদূর ভেসে যায়— আপনার অভিজ্ঞান নিয়ে
আমারো নৌকার বাতি জ্বলে ;
মনে হয় এইখানে লোকশ্রুত আমলকী পেয়ে গেছি
আমার নিবিষ্ট করতলে ;
সব কোরোসিন-অগ্নি ম'রে গেছে ; জলের ভিতরে আভা দ'হে যায়
মায়াবীর মতো জাদুবলে।
পৃথিবীর সৈনিকেরা ঘুমায়েছে বিম্বিসার রাজার ইঙ্গিতে
ঢের দূর ভূমিকার পর ;
সত্য সারাৎসার মূর্তি সোনার বৃষের 'পরে ছুটে সারাদিন

হ'য়ে গেছে এখন পাথর ;

যে-সব যুবারা সিংহীগর্ভে জন্মে পেয়েছিলো কৌটিল্যের সংযম

তারাও মরেছে— আপামর।

যেন সব নিশিডাকে চ'লে গেছে নগরীকে শূন্য ক'রে দিয়ে—

সব কাথ বাথরুমে ফেলে :

গভীর নিসর্গ সাড়া দিয়ে শ্রুতি বিস্মৃতির নিস্তব্ধতা ভেঙে দিতো তবু

একটি মানুষ কাছে পেলে ,

যে-মুকুর পারদের ব্যবহার জানে শুধু, যেই দীপ প্যারাফিন,

বাটা মাছ ভাজে যেই তেলে,

সম্রাটের সৈনিকেরা যে সব লাবণি, লবণরাশি খাবে জেগে উঠে,

অমায়িক কুটুম্বিনী জানে ,

তবুও মানুষ তার বিছানায় মাঝরাতে নৃমুণ্ডের হেঁয়ালিকে

আঘাত করিবে কোন্‌খানে ?

হয়তো নিসর্গ এসে একদিন ব'লে দেবে কোনো এক সম্রাজ্ঞীকে

জলের ভিতরে এই অগ্নির মানে।

অভিভাবিকা

তবুও যখন মৃত্যু হবে উপস্থিত
আর-একটি প্রভাতের হয়তো বা অন্যতর বিস্তীর্ণতায়,—
মনে হবে
অনেক প্রতীক্ষা মোরা ক'রে গেছি পৃথিবীতে
চোয়ালের মাংস ক্রমে ক্ষীণ ক'রে
কোনো এক বিশীর্ণ কাকের অক্ষি-গোলকের সাথে
আঁখি-তারকার সব সমাহার এক দেখে,
তবু লঘু হাস্যে— সন্তানের জন্ম দিয়ে—
তারা আমাদের মতো হবে— সেই কথা জেনে— ভুলে গিয়ে—
লোল হাস্যে জলের তরঙ্গ মোরা শুনে গেছি আমাদের প্রাণের ভিতর,
নব শিকড়ের স্বাদ অনুভব ক'রে গেছি— ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে।
অনেক গন্ধর্ব, নাগ, কুকুর, কিন্নর, পঙ্গপাল
বহুবিধ জন্তুর কপাল
উন্মোচিন হ'য়ে বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে থাকে পথ-পথান্তরে;
তবু ওই নীলিমাকে প্রিয় অভিভাবিকার মতো মনে হয়;
হাতে তার তুলাদণ্ড;
শান্ত— স্থির,
মুখের প্রতিজ্ঞাপাশে নির্জন, নীলাভ বৃত্তি ছাড়া কিছু নেই।
যেন তার কাছে জীবনের অভ্যুদয়
মধ্য সমুদ্রের 'পরে অনুকূল বাতাসের প্ররোচনাময়
কোনো এক ক্রীড়া— ক্রীড়া;—
বেরিলমণির মতো তরঙ্গের উজ্জ্বল আঘাতে মৃত্যু।
স্থির— শুভ্র— নৈসর্গিক কথা বলিবার অবসর।

কবিতা

আমাদের হাড়ে এক নির্ধূম আনন্দ আছে জেনে
পঙ্কিল সময়স্রোতে চলিতেছি ভেসে ;
তা না হ'লে সকলি হারায়ে যেতো ক্ষমাহীন রক্তে—নিরুদ্দেশে।
হে আকাশ, একদিন ছিলে তুমি প্রভাতের তটিনীর ;
তারপর হ'য়ে গেছ দূর মেরুনিশীথের স্তব্ধ সমুদ্রের।
ভোরবেলা পাখিদের গানে তাই ভ্রান্তি নেই,
নেই কোনো নিষ্ফলতা আলোকের পতঙ্গের প্রাণে।
বানরী ছাগল নিয়ে যে-ভিক্ষুক প্রতারিত রাজপথে ফেরে—
আঁজলায় স্থির শান্ত সলিলের অন্ধকারে—
খুঁজে পায় জিজ্ঞাসার মানে।
চামচিকা বার হয় নিরালোকে ওপারের বায়ুসন্তরণে ;
প্রান্তরের অমরতা জেগে ওঠে একরাশ প্রাদেশিক ঘাসের উন্মেষে :
জীর্ণতম সমাধির ভাঙা ইঁট অসম্ভব পরগাছা ঘেঁষে
সবুজ সোনালিচোখ ঝিঁঝি-দম্পতির ক্ষুধা করে আবিষ্কার।
একটি বাদুড় দূর স্বোপার্জিত জ্যোৎস্নার মনীষায় ডেকে নিয়ে যায়
যাহাদের যতদূর চক্রবাল আছে লভিবার।
হে আকাশ, হে আকাশ,
একদিন ছিলে তুমি মেরুনিশীথের স্তব্ধ সমুদ্রের মতো ;
তারপর হ'য়ে গেছ প্রভাতের নদীটির মতো প্রতিভার।

মনোসরণি

মনে হয় সমাবৃত হ'য়ে আছি কোন্ অন্ধকার ঘরে ;—
দেয়ালের কার্নিশে মক্ষিকারা স্থিরভাবে জানে :
এই সব মানুষেরা নিশ্চয়তা হারায়েছে নক্ষত্রের দোষে ;
পাঁচ ফুট জমিনের শিষ্টতায় মাথা পেতে রেখেছে আপোষে।

হয়তো চেঙ্গিস আজো বাহিরে ঘুরিতে আছে করুণ রক্তের অভিযানে।
বহু উপদেশ দিয়ে চ'লে গেলে কনফুশিয়াস—
লবেজান হাওয়া এসে গাঁথুনির ইঁট সব ক'রে ফেলে ফাঁস।

বাতাসে ধর্মের কল ন'ড়ে ওঠে— ন'ড়ে চলে ধীরে।
সূর্যসাগরতীরে মানুষের তীক্ষ্ণ ইতিহাসে
কত কৃষ্ণ জননীর মৃত্যু হ'লো রক্তে— উপেক্ষায় ;
বুকের সন্তান তবু নবীন সংকল্পে আজো আসে।
সূর্যের সোনালি রশ্মি, বোলতার স্ফটিক পাখনা,
মরুভূর দেশে যেই তৃণগুচ্ছ বালির ভিতরে
আমাদের তামাসার প্রগল্ভতা হেঁট শিরে মেনে নিয়ে চুপে
তবু দুই দণ্ড, এই মৃত্তিকার আড়ম্বর অনুভব করে,
যে-সারস-দম্পতির চোখে তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতো নদী এসে
ক্ষণস্থায়ী প্রতিবিম্বে— হয়তো বা
ফেলেছিলো সৃষ্টির আগাগোড়া শপথ হারিয়ে,
যে-বাতাস সারাদিন খেলা করে অরণ্যের রঙে,
যে-বনানী সুর পায়,—

আর যারা মানবিক ভিত্তি গ'ড়ে— ভেঙে গেল বার-বার—
হয়তো বা প্রতিভার প্রকম্পনে— ভুল ক'রে— বধ ক'রে— প্রেমে ;—
সূর্যের স্ফটিক আলো স্তিমিত হবার আগে সৃষ্টির পারে

সেই সব বীজ আজো জন্ম পায় মৃত্তিকা অঙ্গারে।
পৃথিবীকে ধাত্রীবিদ্যা শিখায়েছে যারা বহুদিন
সেই সব আদি অ্যামিবারা আজ পরিহাসে হয়েছে বিলীন।
সূর্যসাগরতীরে তবুও জননী ব'লে সন্ততিরা চিনে নেবে কারে।

নাবিক

কোথাও তরণী আজ চ'লে গেছে আকাশ-রেখায়— তবে— এই কথা ভেবে
নিদ্রায় আসক্ত হ'তে গিয়ে তবু বেদনায় জেগে ওঠে পরাস্ত নাবিক ;
সূর্য যেন পরম্পরাক্রম আরো— অই দিকে— সৈকতের পিছে
বন্দরের কোলাহল— পাম সারি ; তবু তার পরে স্বাভাবিক

স্বর্গীয় পাখির ডিম সূর্য যেন সোনালি চুলের ধর্মযাজিকার চোখে ;
গোধূম-খেতের ভিড়ে সাধারণ কৃষকের খেলার বিষয় ;
তবু তার পরে কোনো অন্ধকার ঘর থেকে অভিভূত নৃমুণ্ডের ভিড়
বল্লমের মতো দীর্ঘ রশ্মির ভিতরে নিরাশ্রয়—

আশ্চর্য সোনার দিকে চেয়ে থাকে ; নিরন্তর দ্রুত উন্মীলনে
জীবাণুরা উড়ে যায়— চেয়ে দ্যাখে— কোনো এক বিস্ময়ের দেশে।
হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য ক'রে শুধু ?
বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে ফেঁসে

অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চ'লে যাও— দুপুরবেলায় ;
বৈশালীর থেকে বায়ু— গেৎসিমানি— আলেকজান্দ্রিয়ার
মোমের আলোকগুলো রয়েছে পিছনে প'ড়ে অমায়িক সংকেতের মতো ;
তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই। আরো দূর চক্রবাল হৃদয়ে পাবার

প্রয়োজন র'য়ে গেছে— যতদিন স্ফটিক-পাখনা মেলে বোলতার ভিড়
উড়ে যায় রাঙা রৌদ্রে ; এরোপ্লেনের চেয়ে প্রমিতিতে নিটোল সারস
নীলিমাকে খুলে ফেলে যতদিন ; ভুলের বুনুনি থেকে আপনাকে মানবহৃদয় ;
উজ্জ্বল সময়-ঘড়ি— নাবিক— অনন্ত নীর অগ্রসর হয়।

রাত্রি

হাইড্র্যাণ্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ;
অথবা সে-হাইড্র্যাণ্ট হয়তো বা গিয়েছিলো ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে

অস্থির পেট্রল ঝেড়ে ; সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে প'ড়ে গেছে জলে।
তিনটি রিকৃশ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মায়াবীর মতো জাদুবলে।

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে— হঠকারিতায়
মাইল-মাইল পথ হেঁটে— দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেন্টিক স্ট্রিটে গিয়ে— টেরিটিবাজারে ;
চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।

মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।
কেরোসিন কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।

টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে।
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে ;
রাজ্য জয় ক'রে গেছে অমর আত্তিলা।

নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গায় গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী ;

পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান—
আর কাকে, সোনা, তেল, কাগজের খনি।

ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চ'লে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার ক'রে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব— অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

লঘু মুহূর্ত

এখন দিনের শেষে তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরীর
অত্যন্ত প্রশান্ত হ'লো মন ;
ধূসর বাতাস খেয়ে এক গাল— রাস্তার পাশে
ধূসর বাতাস দিয়ে ক'রে নিলো মুখ আচমন।
কেননা এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে রাঙা নদী বলে ;
সেইখানে ধোপা আর গাধা এসে জলে
মুখ দেখে পরস্পরের পিঠে চড়ে জাদুবলে।

তবুও যাবার আগে তিনটি ভিখিরী মিলে গিয়ে
গোল হ'য়ে ব'সে গেল তিন মগ চায়ে ;
একটি উজির, রাজা, বাকিটি কোটাল,
পরস্পরকে তারা নিলো বাৎলায়ে।
তবু এক ভিখিরিনী তিনজন খোঁড়া, খুড়ো, বেয়াইয়ের টানে—
অথবা চায়ের মগে কুটুম হয়েছে এই জ্ঞানে
মিলে মিশে গেল তারা চার জোড়া কানে।

হাইড্র্যান্ট থেকে কিছু জল ঢেলে চায়ের ভিতরে
জীবনকে আরো স্থির, সাধুভাবে তারা
ব্যবহার ক'রে নিতে গেল সোঁদা ফুটপাতে ব'সে ;
মাথা নেড়ে দুঃখ ক'রে ব'লে গেল : 'জলিফলি ছাড়া
চেৎলার হাট থেকে টালার জলের কল আজ
এমন কি হ'তো জাঁহাবাজ ?
ভিখিরীকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর ভাদ্র-বৌ সকলে নারাজ।'

ব'লে তারা রামছাগলের মতো রুখু দাড়ি নেড়ে
একবার চোখ ফেলে মেয়েটির দিকে
অনুভব ক'রে নিলো এইখানে চায়ের আমেজে

নামায়েছে তারা এক শাঁকচুন্নীকে
এ-মেয়েটি হাঁস ছিলো একদিন হয়তো বা, এখন হয়েছে হাঁসহাঁস।
দেখে তারা তুড়ি দিয়ে বার ক'রে দিলো তাকে আরেক গেলাস :
'আমাদের সোনা রুপো নেই, তবু আমরা কে কার ক্রীতদাস?'

এ-সব সফেন কথা শুনে এক রাতচরা ডাঁশ
লাফায়ে-লাফায়ে যায় তাহাদের নাকের ডগায় ;
নদীর জলের পারে ব'সে যেন, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে
তাহারা গণনা ক'রে গেল এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যায় ;
চুলের এঁটিলি মেরে গুনে গেল অন্যায় ন্যায় ;
কোথায় ব্যয়িত হয়— কারা করে ব্যয় ;
কী কী দেয়া-থোয়া হয়— কারা কাকে দেয় ;

কী ক'রে ধর্মের কল নড়ে যায় মিহিন বাতাসে ;
মানুষটা ম'রে গেলে যদি তাকে ওষুধের শিশি
কেউ দেয়— বিনি দামে— তবে কার লাভ—
এই নিয়ে চারজনে ক'রে গেল ভীষণ সালিশী।
কেননা এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে উড়ো নদী বলে ;
সেইখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে
মুখ ত্যাখে—যতদিন মুখ দেখা চলে।

হাঁস

নয়টি হাঁসকে রোজ চোখ মেলে ভোরে
দেখা যায় জলপাইপল্লবের মতো স্নিগ্ধ জলে ;
তিনবার তিন গুনে নয় হয় পৃথিবীর পথে ;
এরা তবু নয়জন মায়াবীর মতো জাদুবলে।

সে-নদীর জল খুব গভীর— গভীর
সেইখানে শাদা মেঘ— লঘু মেঘ এসে
দিনমানে আরো নিচে ডুবে গিয়ে তবু
যেতে পারেনাকো কোনো সময়ের শেষে।

চারিদিকে উঁচু-উঁচু উলুবন, ঘাসের বিছানা,
অনেক সময় ধরে চুপ থেকে হেমন্তের জল
প্রতিপন্ন হ'য়ে গেছে যে-সময়ে নীলাকাশ ব'লে
সুদূরে নারীর কোলে তখন হাঁসের দলবল

মিশে গেছে অপরাহ্নে রোদের ঝিলিকে ;
অথবা ঝাঁপির থেকে অমেয় খইয়ের রঙ ঝরে ;
সহসা নদীর মতো প্রতিভাত হ'য়ে যায় সব ;
নয়টি অমল হাঁস নদীতে রয়েছে মনে পড়ে।

উন্মেষ

কোথাও নদীর পারে সময়ের বুকে—
দাঁড়ায়ে রয়েছে আজো সাবেককালের এক স্তিমিত প্রাসাদ ;
দেয়ালে একটি ছবি : বিচারসাপেক্ষ ভাবে নৃসিংহ উঠেছে ;
কোথাও মঙ্গল সংঘটন হ'য়ে যাবে অচিরাৎ।

নিবিড় রমণী তার জ্ঞানময় প্রেমিকের খোঁজে
অনেক মলিন যুগ— অনেক রক্তাক্ত যুগ সমুত্তীর্ণ ক'রে,
আজ এই সময়ের পারে এসে পুনরায় দেখে
আবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চ'ড়ে।

স্বাক্ষরের অক্ষরের অমেয় স্তূপের নিচে ব'সে থেকে যুগ
কোথাও সংগতি তবু পায়নাকো তার :
ভারে কাটে— তথাপিও ধারে কাটে ব'লে
সমস্ত সমস্যা কেটে দেয় তরবার।

চোখের ওপরে
রাত্রি ঝরে ;
যে-দিকে তাকাই
কিছু নাই
রাত্রি ছাড়া ;
অন্ধকার সমুদ্রের তিমির মতন
উদীচীর দিকে ভেসে যাই ;
হনলুলু সাগরের জল,
ম্যানিলা—হাওয়াই,
টাহিটির দ্বীপ,
কাছে এসে দূরে চ'লে যায়—
দূরতর দেশে।

কী এক অশেষ কাজ করেছিলো তিমি ;
সিন্ধুর রাত্রির জল এসে
মৃদু মর্মরিত জলে মিশে গিয়ে তাকে
বোর্নিওর সাগরের শেষে—
যেখানে বোর্নিও নেই— ম্লান আলাস্কাকে
ডাকে।
যতদূর যেতে হয়
ততদূর অবাচীর অন্ধকারে গিয়ে
তিমিরশিকারী এক নাবিককে আমি
ফেলেছি হারিয়ে ;
তিমিরপিপাসী এক রমণীকে আমি
হারায়ে ফেলেছি ;
কোথায় রয়েছি—
জীব হ'য়ে কবে
ভূমিষ্ঠ হয়েছি।
এই তো জীবন :
সমুদ্রের অন্ধকারে প্রবেশাধিকারে ;
নিপট আঁধার ;
ভালো বুঝে পুনরায়
সাগরের সৎ অন্ধকারে নিষ্ক্রমণ।
সবি আজো প্রতিশ্রুতি, তাই
দোষ হ'য়ে সব
হ'য়ে গেছে গুণ।
বেবুনের রাত্রি নয় তার হৃদয়ের
রাত্রির বেবুন।

চক্ষুস্থির

ক্লান্ত জনসাধারণ আমি আজ,— চিরকাল ;— আমার হৃদয়ে
পৃথিবীর দণ্ডীদের মতো পরিমিত ভাষা নেই ।
রাত্রিবেলা বহুক্ষণ মোমের আলোর দিকে চেয়ে,
তারপর ভোরবেলা যদি আমি হাত পেতে দিই
সূর্যের আলোর দিকে,— তবুও আমার সেই একটি ভাবনা
অতীব সহজ ভাষা খুঁজে নিতে গিয়ে
হৃদয়ঙ্গম করে সব আড়ষ্ট, কঠিন দেবতারা
অপরূপ মদ খেয়ে মুখ মুছে নিয়ে
পুনরায় তুলে নেয় অপূর্ব গেলাস ;
উত্তেজিত না-হ'য়েই অনায়াসে ব'লে যায় তারা :
হেমন্তের খেতে কবে হলুদ ফসল ফলেছিলো,
অথবা কোথায় কালো হ্রদ ঘিরে ফুটে আছে সবুজ সিঙাড়া ।
রক্তাতিপাতের দেশে ব'সেও তাদের সেই প্রাঞ্জলতায়
দেখে যাই সোনালি ফসল, হ্রদ, সিঙাড়ার ছবি ;
আমার প্রেমিক সেই জলের কিনারে ঘাসে— দক্ষ প্রজাপতি,
মানুষ-ও-ছাগমুণ্ড কেটে তাকে শুদ্ধ ক'রে দিয়ে যাবে অনাগত সবি,
একদিন হয়তো বা ;— আজ সব উত্তমর্ণ দেবতাকে আমার হৃদয়
যে-সব পবিত্র মদ দিয়েছিলো— যে-সব মদির
আলোর রঙের মতো ম্লান মদ দিয়ে গিয়েছিলো,—
যখনি চুমুক দিই হ'য়ে থাকি চর্মচক্ষুস্থির !

খেতে প্রান্তরে

ঢের সম্রাটের রাজ্যে বাস ক'রে জীব
অবশেষে একদিন দেখেছে দু-তিন ধনু দূরে
কোথাও সম্রাট নেই, তবুও বিপ্লব নেই, চাষা
বলদের নিঃশব্দতা খেতের দুপুরে।
বাংলার প্রান্তরের অপরাহ্ন এসে
নদীর খাড়িতে মিশে ধীরে
বেবিলন লণ্ডনের জন্ম, মৃত্যু হ'লে—
তবুও রয়েছে পিছু ফিরে।
বিকেল এমন ব'লে একটি কামিন এইখানে
দেখা দিতে এলো তার কামিনীর কাছে ;
মানবের মরণের পরে তার মমির গহ্বর
এক মাইল রৌদ্রে প'ড়ে আছে।

২

আবার বিকেলবেলা নিভে যায় নদীর খাড়িতে ;
একটি কৃষক শুধু খেতের ভিতরে
তার বলদের সাথে সারাদিন কাজ ক'রে গেছে ;
শতাব্দী তীক্ষ্ন হ'য়ে পড়ে।
সমস্ত গাছের দীর্ঘ ছায়া
বাংলার প্রান্তরে পড়েছে ;
এ-দিকের দিনমান— এ-যুগের মতো শেষ হ'য়ে গেছে,
না জেনে কৃষক চোত-বোশেখের সন্ধ্যার বিলম্বনে প'ড়ে
চেয়ে দেখে থেমে আছে তবুও বিকাল ;
উনিশশো বেয়াল্লিশ ব'লে মনে হয়
তবুও কি উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল।

কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই
একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে ;
সূর্য উদয়ের সাথে এসেছিলো খেতে ;
সূর্যাস্তের সাথে চ'লে গেছে।
সূর্য উঠবে জেনে স্থির হ'য়ে ঘুমায়ে রয়েছে।
আজ রাতে শিশিরের জল
প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতি নিয়ে খেলা করে ;
কৃষাণের বিবর্ণ লাঙল,
ফালে ওপড়ানো সব অন্ধকার ঢিবি,
পোয়াটাক মাইলের মতন জগৎ
সারাদিন অন্তহীন কাজ ক'রে নিরুৎকীর্ণ মাঠে
প'ড়ে আছে সৎ কি অসৎ।

৪

অনেক রক্তের ধ্বকে অন্ধ হ'য়ে তারপর জীব
এইখানে তবুও পায়নি কোনো ত্রাণ ;
বৈশাখের মাঠের ফাটলে
এখানে পৃথিবী অসমান।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
কেবল খড়ের স্তূপ প'ড়ে আছে দুই— তিন মাইল,
তবু তা সোনার মতো নয় ;
কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে
করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
জলপিপি চ'লে গেলে বিকেলের নদী কান পেতে
নিজের জলের সুর শোনে ;
জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ
জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে—

ভ্রান্তিবিলাসে নীল আচ্ছন্ন সাগরে ?
চৈত্য, ক্রুশ, নাইন্টিথ্রি ও সোভিয়েট শ্রুতি প্রতিশ্রুতি
যুগান্তের ইতিহাস, অর্থ দিয়ে কূলহীন সেই মহাসাগরে প্রাণ
চিনে-চিনে হয়তো বা নচিকেতা প্রচেতার চেয়ে অনিমেষে
প্রথম ও অন্তিম মানুষের প্রিয় প্রতিমান
হ'য়ে যায় স্বাভাবিক জনমানবের সূর্যালোকে।

বিভিন্ন কোরাস

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু
এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান।
হৃদয়কে চোখঠার দিয়ে ঘুমে রেখে
হয়তো দুর্যোগে তৃপ্তি পেতে পারে কান;
এ-রকম একদিন মনে হয়েছিলো;
অনেক নিকটে তবু সেই ঘোর ঘনায়েছে আজ;
আমাদের উঁচু-নিচু দেয়ালের ভিতরে খোড়লে
ততোধিক গুনাগার আপনার কাজ
ক'রে যায়; ঘরের ভিতর থেকে খ'সে গিয়ে সন্ততির মন
বিভীষণ, নৃসিংহের আবেদন পরিপাক ক'রে
ভোরের ভিতর থেকে বিকেলের দিকে চ'লে যায়,
রাতকে উপেক্ষা ক'রে পুনরায় ভোরে
ফিরে আসে; তবুও তাদের কোনো বাসস্থান নেই,
যদিও বিশ্বাসে চোখ বুজে ঘর করেছি নির্মাণ
ঢের আগে একদিন; গ্রাসাচ্ছাদন নেই তবুও তাদের,
যদিও মাটির দিকে মুখ রেখে পৃথিবীর ধান
রুয়ে গেছি একদিন; অন্য সব জিনিস হারায়ে,
সমস্ত চিন্তার দেশ ঘুরে তবু তাহাদের মন
অলোকসামান্যভাবে সুচিন্তাকে সুচিন্তাকে অধিকার ক'রে
কোথাও সম্মুখে পথ, পশ্চাদ্‌গমন
হারায়েছে— উতরোল নীরবতা আমাদের ঘরে।
আমরা তো বহুদিন লক্ষ্য চেয়ে নগরীর পথে
হেঁটে গেছি; কাজ ক'রে চ'লে গেছি অর্থভোগ ক'রে;
ভোট দিয়ে মিশে গেছি জনমতামতে।
গ্রন্থকে বিশ্বাস ক'রে প'ড়ে গেছি;
সহধর্মীদের সাথে জীবনের আখড়াই, স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা
মনে ক'রে নিয়ে ঢের পাপ ক'রে পাপকথা উচ্চারণ ক'রে,

তবুও বিশ্বাসভ্রষ্ট হ'য়ে গিয়ে জীবনের যৌন একাগ্রতা
হারাইনি; তবুও কোথাও কোনো প্রীতি নেই এতদিন পরে।
নগরীর রাজপথে মোড়ে-মোড়ে চিহ্ন প'ড়ে আছে;
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম— হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।
আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী হেমন্তের হলুদ ফসল
ইতস্তত চ'লে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে;
কারু মুখে তবুও দ্বিরুক্তি নেই— পথ নেই ব'লে,
যথাস্থান থেকে খ'সে তবুও সকলি যথাস্থানে
র'য়ে যায়; শতাব্দীর শেষ হ'লে এ-রকম আমিষ্ট নিয়ম
নেমে আসে; বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী
চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে:
খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেলোয়ারি।

২

নিকটে মরুর মতো মহাদেশ ছড়ায়ে রয়েছে:
যতদূর চোখ যায়— অনুভব করি;
তবু তাকে সমুদ্রের তিতীর্ষু আলোর মতো মনে ক'রে নিয়ে
আমাদের জানালায় অনেক মানুষ,
চেয়ে আছে দিনমান হেঁয়ালির দিকে।
তাদের মুখের পানে চেয়ে মনে হয়
হয়তো বা সমুদ্রের সুর শোনে তারা,
ভীত মুখশ্রীর সাথে এ-রকম অনন্ত বিস্ময়
মিশে আছে, তাহারা অনেক কাল আমাদের দেশে
ঘুরে-ফিরে বেড়িয়েছে শারীরিক জিনিসের মতো;
পুরুষের পরাজয় দেখে গেছে বাস্তব দৈবের সাথে রণে;
হয়তো বস্তুর বল জিতে গেছে প্রজ্ঞাবশত;
হয়তো বা দৈবের অজেয় ক্ষমতা—
নিজের ক্ষমতা তার এত বেশি ব'লে

শুনে গেছে ঢের দিন আমাদের মুখের ভণিতা ;
তবুও বক্তৃতা শেষ হ'য়ে যায় বেশি করতালি শুরু হ'লে।
এরা তাহা জানে সব।
আমাদের অন্ধকারে পরিত্যক্ত খেতের ফসল
ঝাড়ে-গোছে অপরূপ হ'য়ে ওঠে তবু
বিচিত্র ছবির মায়াবল।
ঢের দূরে নগরীর নাভির ভিতরে আজ ভোরে
যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে নাই তাহাদের অবিকার মন
শৃঙ্খলায় জেগে উঠে কাজ করে— রাত্রে ঘুমায়
পরিচিত স্মৃতির মন্থন।
সেই থেকে কলরব, কাড়াকাড়ি, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ,
অন্ধকার সংস্কার, ব্যাজস্তুতি, ভয়, নিরাশার জন্ম হয়।
সমুদ্রের পরপার থেকে তাই স্মিতচক্ষু নাবিকেরা আসে ;
ঈশ্বরের চেয়ে স্পর্শময়
আক্ষেপে প্রস্তুত হ'য়ে অর্ধনারীশ্বর
তরাইয়ের থেকে লুব্ধ বঙ্গোপসাগরে
সুকুমার ছায়া ফেলে সূর্যিমামার
নাবিকের লিবিডোকে উদ্বোধিত করে।

৩

ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস।
অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।
অথবা নদীর নাম মনে ক'রে নিতে গেলে চারিদিকে প্রতিভাত
হ'য়ে উঠে নদী
দেখা দেয় বিকেল অবধি ;
অসংখ্য সূর্যের চোখে তরঙ্গের আনন্দে গড়ায়ে
ডাইনে আর বাঁয়ে
চেয়ে ভাখে মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃপতনের সীমা ;
উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে ঠেকে পুনরায় নতুন গরিমা

পেতে চায় ধোঁয়া, রক্ত, অন্ধ আধারের খাত বেয়ে ;
ঘাসের চেয়েও বেশি মেয়ে ;
নদীর চেয়েও বেশি উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, উৎক্রান্ত পুরুষের হাল ;
কামানের ঊর্ধ্বে রৌদ্রে নীলাকাশে অমল মরাল
ভারতসাগর ছেড়ে উড়ে যায় অন্য এক সমুদ্রের পানে—
মেঘের ফোঁটার মতো স্বচ্ছ, গড়ানে ;
সুবাতাস কেটে তারা পালকেব পাখি তবু ;
ওরা এলে সহসা রোদের পথে অনন্ত পারুলে
ইস্পাতের সূচীমুখ ফুটে ওঠে ওদের কাঁধের 'পরে
নীলিমার তলে ;
অবশেষে জাগরূক জনসাধারণ আজ চলে ?
রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়
চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয় ?
মহাসাগরের জল কখনো কি সৎবিজ্ঞাতার মতো হয়েছিলো স্থির—
নিজের জলের ফেনশির
নীড়কে কি চিনেছিলো তনুবাত নীলিমার নিচে ?
না হ'লে উচ্ছল সিন্ধু মিছে ?
তবুও মিথ্যা নয় : সাগরের বালি পাতালের কালি ঠেলে
সময়সুখ্যাত গুণে অন্ধ হ'য়ে, পরে আলোকিত হ'য়ে গেলে।

স্বভাব

যদিও আমার চোখে ঢের নদী ছিলো একদিন
পুনরায় আমাদের দেশে ভোর হ'লে,
তবুও একটি নদী দেখা যেতো শুধু তারপর ;
কেবল একটি নারী কুয়াশা ফুরোলে
নদীর রেখার পার লক্ষ্য ক'রে চলে ;
সূর্যের সমস্ত গোল সোনার ভিতরে
মানুষের শরীরের স্থিরতর মর্যাদার মতো
তার সেই মূর্তি এসে পড়ে।
সূর্যের সম্পূর্ণ বড় বিভোর পরিধি
যেন তার নিজের জিনিস।
এতদিন পরে সেই সব ফিরে পেতে
সময়ের কাছে যদি করি সুপারিশ
তাহ'লে সে স্মৃতি দেবে সহিষ্ণু আলোয়
দু-একটি হেমন্তের রাত্রির প্রথম প্রহরে ;
যদিও লক্ষ লোক পৃথিবীতে আজ
আচ্ছন্ন মাছির মতো মরে—
তবুও একটি নারী 'ভোরের নদীর
জলের ভিতরে জল চিরদিন সূর্যের আলোয় গড়াবে'
এ-রকম দু চারটে ভয়াবহ স্বাভাবিক কথা
ভেবে শেষ হ'য়ে গেছে একদিন সাধারণ ভাবে।

প্রতীতি

বাতাবীলেবুর পাতা উড়ে যায় হাওয়ায়— প্রান্তরে,—
সার্সিতে ধীরে-ধীরে জলতরঙ্গের শব্দ বাজে ;
একমুঠো উড়ন্ত ধুলোয় আজ সময়ের আস্ফোট রয়েছে ;
না হ'লে কিছুই নেই লবেজান লড়ায়ে জাহাজে।
বাইরে রৌদ্রের ঋতু বছরের মতো আজ ফুরায়ে গিয়েছে ;
হোক-না তা ; প্রকৃতি নিজের মনোভাব নিয়ে অতীব প্রবীণ ;
হিসেবে বিষণ্ণ সত্য র'য়ে গেছে তার ;
এবং নির্মল ভিটামিন।
সময় উচ্ছিন্ন হ'য়ে কেটে গেলে আমাদের পুরানো গ্রহের
জীবনস্পন্দন তার রূপ নিতে দেরি ক'রে ফেলে,—
জেনে নিয়ে যে যাহার স্বজনের কাজ করে না কি—
পরার্থের কথা ভেবে ভালো লেগে গেলে।
মানুষেরি ভয়াবহ স্বাভাবিকতার সুর পৃথিবী ঘুরায় ;
মাটির তরঙ্গ তার দু-পায়ের নিচে
অধোমুখে ধ'সে যায় ;— চারিদিকে কামাতুর ব্যক্তিরা বলে :
এ-রকম রিপু চারিতার্থ ক'রে বেঁচে থাকা মিছে।
কোথাও নবীন আশা র'য়ে গেছে ভেবে
নীলিমার অনুকল্পে আজ যারা সয়েছে বিমান,—
কোনো এক তনুবাত শিখরের প্রশান্তির পথে
মানুষের ভবিষ্যৎ নেই— এই জ্ঞান
পেয়ে গেছে ;— চরিদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন নেশন পড়ে আছে
সময় কাটায়ে গেছে মোহ ঘোচাবার
আশা নিয়ে মঞ্জুভাষা, ডোরিয়ান গ্রীস,
চীনের দেয়াল, পীঠ, পেপিরাস, কারারা-পেপার।
তাহারা মরেনি তবু ;— ফেনশীর্ষ সাগরের ডুবুরির মতো
চোখ বুঁজে অন্ধকার থেকে কথা-কাহিনীর দেশে উঠে আসে ;
যত যুগ কেটে যায় চেয়ে দেখে সাগরের নীল মরুভূমি

মিশে আছে নীলিমার সীমাহীন ভ্রান্তিবিলাসে।
ক্ষতবিক্ষত জীব মর্মস্পর্শে এলে গেলে— তবুও হেঁয়ালি ;
অবশেষে মানবের স্বাভাবিক সূর্যালোকে গিয়ে
উত্তীর্ণ হয়েছে ভেবে— উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল
'তেতাল্লিশ' পঞ্চাশের দিগন্তরে প'ড়েছে বিছিয়ে।
মাটির নিঃশেষ সত্য দিয়ে গড়া হয়েছিলো মানুষেব শরীরের ধুলো
তবুও হৃদয় তার অধিক গভীরভাবে হ'তে চায় সৎ ;
ভাষা তার জ্ঞান চায়, জ্ঞান তার প্রেম,— ঢের সমুদ্রের বালি
পাতালের কালি ঝেড়ে হ'য়ে পড়ে বিষণ্ণ, মহৎ ;

ভাষিত

আমার এ-জীবনের ভোরবেলা থেকে—
সে-সব ভূখণ্ড ছিলো চিরদিন কণ্ঠস্থ আমার ;
একদিন অবশেষে টের পাওয়া গেল
আমাদের দু-জনার মতো দাঁড়াবার

তিল ধারণের স্থান তাহাদের বুকে
আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে নেই ।
একদিন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সাথে পথ ধ'রে
ফিরে এসে বাংলার পথে দাঁড়াতেই

দেখা গেল পথ আছে,— ভোরবেলা ছড়ায়ে রয়েছে,—
দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব, উত্তরের দিক
একটি কৃষাণ এসে বার-বার আমাকে চেনায় ;
আমার হৃদয় তবু অস্বাভাবিক ।

পরিচয় নেই তার,— পরিচিত হয় না কখনো ;
রবিফসলের দেশে রৌদ্রের ভিতরে
মনে হয় সুচেতনা, তোমারো হৃদয়ে
ভুল এসে সত্যকে অনুভব করে ।

সময়ের নিরুৎসুক জিনিসের মতো—
আমার নিকট থেকে আজো বিংশ শতাব্দীতে তোমাকে ছাড়ায়ে
ডান পথ খুলে দিলো ব'লে মনে হ'লো,
যখন প্রচুরভাবে চ'লে গেছি বাঁয়ে ।

এ-রকম কেন হ'য়ে গেল তবে সব
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে ।

একবার নির্দেশের ভুল হ'য়ে গেলে
আবার বিশুদ্ধ হ'তে কতদিন লাগে ?

সমস্ত সকালবেলা এই কথা ভেবে পথ চ'লে
যখন পথের রেখা নগরীতে— দুপুরের শেষে
আমাকে উঠায়ে দিয়ে মৈথুনকালের সব সাপেদের মতো
মিশে গেল পরস্পরের কায়ক্লেশে,

তাকাতেই উঁচুনিচু দেয়ালের অন্তরঙ্গ দেশ দেখা গেল ;
কারু তরে সর্বদাই ভীত হ'য়ে আছে এক তিল :—
এ-রকম মনে হ'লো বিদ্যুতের মতন সহসা ;
সাগর— সাগর সে কি— অথবা কপিল ?

এ-রকম অনুভব আমাকে ধারণ ক'রে চুপে
স্থির ক'রে রেখে গেল পথের কিনারে ;
আকাশ নিজের স্থানে নেই মনে হ'লো ;
আকাশকুসুম তবু ফুটেছে পাপড়ি অনুসারে।

তবুও পৃথিবী নিজে অভিভূত ব'লে
ইহাদেরো নেই কোনো ত্রাণ ;
সকলি মহৎ হ'তে চেয়ে শুধু সুবিধা হতেছে ;
সকলি সুবিধা হ'তে গিয়ে তবু প্রধূমায়মান।

বিতর্ক আমার মতো মানুষের তরে নয় তবু ;
আবেগ কি ক্রমেই আরেক তিল বিশোধিত হয় ?
নিপ্পন ভীষণ লিপি লিখে দিলো সূর্যদেবীকে ;
সৌরকরময় চীন, রুশের হৃদয়।

সৃষ্টির তীরে

বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হ'য়ে নিভে যায়— তবু
ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হ'য়ে গেছে :
হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে ;
সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে ;
সচ্ছল কঙ্কাল হ'য়ে গেছে তারপর ;
বিলোচন গিয়েছিলো বিবাহ-ব্যাপারে ;
প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে
সভাকবি দিয়ে গেছে বাক্‌বিভূতিকে গালাগাল।
সমস্ত আচ্ছন্ন সুর একটি ওংকার তুলে বিস্মৃতির দিকে উড়ে যায়।
এ-বিকেল মানুষ না মাছিদের গুঞ্জরনময় !
যুগে-যুগে মানুষের অধ্যবসায়
অপরের সুযোগের মতো মনে হয়।
কুইসলিং বানালো কি নিজ নাম— হিটলার সাত কানাকড়ি
দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হ'য়ে গেল লাল :
মানুষেরই হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল ;
পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি।
এ কেমন পরিবেশে র'য়ে গেছি সবে—
বাক্‌পতি জন্ম নিয়েছিলো যেই কালে,
অথবা সামান্য লোক হেঁটে যেতে চেয়েছিলো স্বাভাবিক ভাবে পথ দিয়ে,
কী ক'রে তাহ'লে তারা এ-রকম ফিচেল পাতালে
হৃদয়ের জন-পরিজন নিয়ে হারিয়ে গিয়েছে ?
অথবা যে-সব লোক নিজের সুনাম ভালোবেসে
দুয়ার ও পরচুলা না এঁটে জানে না কোনো লীলা,
অথবা যে-সব নাম ভালো লেগে গিয়েছিলো : আপিলা চাপিলা
—রুটি খেতে গিয়ে তারা ব্রেডবাস্কেট খেলো শেষে।
এরা সব নিজেদের গণিকা, দালাল, রেস্ত, শত্রুর খোঁজে
সাত-পাঁচ ভেবে সনির্বন্ধতায় নেমে আসে ;

যদি বলি, তারা সব তোমাদের চেয়ে ভালো আছে ;
অসৎপাত্রের কাছে তবে তারা অন্ধ বিশ্বাসে
কথা বলেছিলো ব'লে দুই হাত সতর্কে গুটায়ে
হ'য়ে ওঠে কী যে উচাটন !
কুকুরের ক্যানারির কান্নার মতন :
তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি ঘায়ে।
ঘরের ভিতর কেউ খোয়ারি ভাঙছে ব'লে কপাটের জং
নিরস্ত হয় না তার নিজের ক্ষয়ের ব্যবসায়ে,
আগাগোড়া গৃহকেই চৌচির করেছে বরং ;
অরেঞ্জপিকোর ঘ্রাণ নরকের সরায়ের চায়ে
ক্রমেই অধিক ফিকে হ'য়ে আসে ; নানারূপ জ্যামিতিক টানেব ভিতরে
স্বর্গ মর্ত্য পাতালের কুয়াশার মতন মিলনে
একটি গভীর ছায়া জেগে ওঠে মনে ;
অথবা তা ছায়া নয়— জীব নয় সৃষ্টির দেয়ালের 'পরে।
আপাদমস্তক আমি তার দিকে তাকায়ে রয়েছি ;
গগ্যাঁর ছবির মতো— তবু গগ্যাঁর চেয়ে গুরু হাত থেকে
বেরিয়ে সে নাকচোখে ক্বচিৎ ফুটেছে টায়ে-টায়ে ;
নিভে যায়— জ্ব'লে ওঠে, ছায়া, ছাই, দিব্যযোনি মনে হয় তাকে।
স্বাতিতারা শুকতারা সূর্যের ইস্কুল খুলে
সে-মানুষ নরক বা মর্ত্যে বাহাল
হ'তে গিয়ে বৃষ মেষ বৃশ্চিক সিংহের প্রাতঃকাল
ভালোবেসে নিতে যায় কন্যা মীন মিথুনের কূলে।

জুহু

সাণ্টা ক্রুজ থেকে নেমে অপরাহ্ণে জুহুর সমুদ্রপারে গিয়ে
কিছুটা স্তব্ধতা ভিক্ষা করেছিলো সূর্যের নিকটে থেমে সোমেন পালিত ;
বাংলার থেকে এত দূরে এসে— সমাজ, দর্শন, তত্ত্ব, বিজ্ঞান হারিয়ে,
প্রেমকেও যৌবনের কামাখ্যার দিকে ফেলে পশ্চিমের সমুদ্রের তীরে
ভেবেছিলো বালির উপর দিয়ে সাগরের লঘুচোখ কাঁকড়ার মতন শরীরে
ধবল বাতাস খাবে সারাদিন ; যেইখানে দিন গিয়ে বৎসরে গড়ায়—
বছর আয়ুর দিকে— নিকেল-ঘড়ির থেকে সূর্যের ঘড়ির কিনারায়
মিশে যায়— সেখানে শরীর তার নটকান-রক্তিম রৌদ্রের আড়ালে
অরেঞ্জস্কোয়াশ খাবে হয়তো বা, বোম্বায়ের 'টাইমস্'টাকে
বাতাসের বেলুনে উড়িয়ে,
বর্তুল মাথায় সূর্য বালি ফেনা অবসর অরুণিমা ঢেলে,
হাতির হাওয়ার লুপ্ত কয়েতের মতো দেবে নিমেষে ফুরিয়ে
চিন্তার বুদ্‌বুদ্‌দের। পিঠের ওপার থেকে তবু এক আশ্চর্য সংগত
দেখা দিলো ; ঢেউ নয়, বালি নয়, ঊনপঞ্চাশ বায়ু, সূর্য নয় কিছু—
সেই রলরোলে তিন চার ধনু দূরে-দূরে এয়োরোড্রোমের কলরব
লক্ষ্য পেলো অচিরেই— কৌতূহলে হৃষ্ট সব স্থুর
দাঁড়ালো তাহাকে ঘিরে বৃষ মেষ বৃশ্চিকের মতন প্রচুর ;
সকলেরই ঝিঁক চোখে— কাঁধের উপরে মাথা-পিছু
কোথাও দ্বিরুক্তি নেই মাথা ব্যথার কথা ভেবে।
নিজের মনের ভুলে কখন সে কলমকে খড়্গের চেয়ে
ব্যাপ্ত মনে ক'রে নিয়ে লিখেছে ভূমিকা, বই সকলকে সম্বোধন ক'রে !
কখন সে বজেট-মিটিং, নারী, পার্টি-পলিটিক্স, মাংস, মার্মালেড ছেড়ে
অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলো ;
টোমাটোর মতো লাল গাল নিয়ে শিশুদের ভিড়
কুকুরের উৎসাহ, ঘোড়ার সওয়ার, পার্শী, মেম, খোজা, বেদুইন, সমুদ্রের তীর,
জুহু, সূর্য, ফেনা, বালি— সাণ্টা ক্রুজে সব চেয়ে পররতিময় আত্মক্রীড়
সে ছাড়া তবে কে আর ? যেন তার দুই গালে নিরুপম দাড়ির ভিতরে

ছুটো বৈবাহিক পেঁচা ত্রিভুবন আবিষ্কার ক'রে তবু ঘরে
ব'সে আছে ; মুন্সী, সাভারকর, নরীম্যান তিন দৃষ্টিকোণ থেকে নেমে এসে
দেখে গেল, মহিলারা মর্মরের মতো স্বচ্ছ কৌতূহলভরে,
অব্যয় শিল্পীরা সব : মেঘ না চাইতে এই জল ভালোবাসে।

সোনালী সিংহের গল্প

আমাদের পরিজন নিজেদের চিনেছিলো না কি ?
এই সেই সংকল্পের পিছে ফিরে হেমন্তের বেলাবেলি দিন
নির্দোষ আমোদে সাঙ্গ ক'রে ফেলে চায়ের ভিতরে ;
চায়ের অসংখ্য ক্যান্টিন।
আমাদের উত্তমর্ণদের কাছে প্রতিজ্ঞার শর্ত চেয়ে তবু
তাহাদের খুঁজে পাই ছিমছাম,— কন্টয়ের ভরে
ব'সে আছে প্রদেশের দূর বিসারিত সব ক্ষমতার লোভে।
কোথাও প্রেমিক তুমি : দীপ্তির ভিতরে !
কোথাও সময় নেই আমাদের ঘড়ির আধারে।
আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের মন
বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্বনাশ হ'য়ে গেছে জেনে
সপ্রতিভ রূপসীর মতো বিচক্ষণ,
যে-কোনো রাজার কাজে উৎসাহিত নাগরের তরে ;
যে-কোনো ত্বরান্বিত উৎসাহের তরে ;
পৃথিবীর বারগৃহ ধ'রে তারা উঠে যেতে চায়।
নীরবতা আমাদের ঘরে।
আমাদের খেতে-ভুঁয়ে অবিরাম হতমান সোনা
ফ'লে আছে ব'লে মনে হয় ;
আমাদের হৃদয়ের সাথে
সে-সব ধানের আন্তরিক পরিচয়
নেই ; তবু এই সব ফসলের দেশে
সূর্য নিরন্তর হিরণ্ময় ;
আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিস
মিড্‌ল্‌ম্যানদের কাছে পর নয়।
তাহারা চেনায়ে দেয় আমাদের ঘিঞ্জি ভাঁড়ার,
আমাদের জরাজীর্ণ ডাক্তারের মুখ,
আমাদের উকিলের অনুপ্রাণনাকে,

আমাদের গড়পড়তার সব পড়তি কৌতুক
তাহারা বেহাত ক'রে ফেলে সব ।
রাজপথে থেকে-থেকে মূঢ় নিঃশব্দতা
বেড়ে ওঠে ;— অকারণে এর-ওর মৃত্যু হ'য়ে গেলে—
অনুভব ক'রে তবু বলবার মতো কোনো কথা
নেই । বিকেলে গা ঘেঁষে সব নিরুত্তেজ সরজমিনে ব'সে
বেহেড আত্মার মতো সূর্যাস্তের পানে
চেয়ে থেকে নিভে যায় এক পৃথিবীর
প্রক্ষিপ্ত রাত্রির লোকসানে ।

তবুও ভোরের বেলা বার-বার ইতিহাসে সঞ্চারিত হ'য়ে
দেখেছে সময়, মৃত্যু, নরকের থেকে পাপীতাপীদের গালাগালি
সরায়ে মহান সিংহ আসে যায় অনুভাবনায় স্নিগ্ধ হয়ে,—
যদি না সূর্যাস্তে ফের হ'য়ে যায় সোনালি হেঁয়ালি ।

অন্ধসূর্যের গান

কোনো এক বিপদের গভীর বিস্ময়
আমাদের ডাকে।
পিছে-পিছে ঢের লোক আসে।
আমরা সবের সাথে ভিড়ে চাপা প'ড়ে— তবু—
বেঁচে নিতে গিয়ে
জেনে বা না-জেনে ঢের জনতাকে পিষে— ভিড় ক'রে,
করুণার ছোট বড় উপকণ্ঠে— সাহসিক নগরে বন্দরে
সর্বদাই কোনো এক সমুদ্রের দিকে
সাগরের প্রয়াণে চলেছি।
সে-সমুদ্র—
জীবন বা মরণের :
হয়তো বা আশার দহনে উদ্বেল।
যারা বড়, মহীয়ান— কোনো এক উৎকণ্ঠার পথে
তবু স্থির হ'য়ে চ'লে গেছে ;
একদিন নচিকেতা ব'লে মনে হ'তো তাহাদের ;
একদিন আত্তিলার মতো তবু ;
আজ তারা জনতার মতো।
জীবনের অবিরাম বিশৃঙ্খলা স্থির ক'রে দিতে গিয়ে তবু
সময়ের অনিবার উদ্ভাবনা এসে
যে-সব শিশুকে যুবা— প্রবীণ করেছে তারপর,
তাদের চোখের আলো
অনাদির উত্তরাধিকার থেকে, নিরবচ্ছিন্ন কাজ ক'রে
তাদের প্রায়ান্ধ চোখে আজ রাতে লেন্‌স্‌,
চেয়ে দেখে চারিদিকে অগণন মৃতদের চক্ষের ফস্‌ফোরেসেন্‌স্‌।

তাদের সম্মুখে আলো
দীনাত্মা তারার
জ্যোৎস্নার মতন।

জীবনের শুভ অর্থ ভালো ক'রে জীবনধারণ
অনুভব ক'রে তবু তাহাদের কেউ-কেউ আজ রাতে যদি
অই জীবনের সব নিঃশেষ সীমা
সমুজ্জ্বল, স্বাভাবিক হ'য়ে যাবে মনে ভেবে—
স্মরণীয় অঙ্কে কথা বলে,
তাহ'লে সে কবিতা কালিমা
মনে হবে আজ ?
আজকে সমাজ
সকলের কাছ থেকে চেয়েছে কি নিরন্তর
তিমিরবিদারী অনুসূর্যের কাজ।

তিমিরহননের গান

কোনো হ্রদে
কোথাও নদীর ঢেউয়ে
কোনো এক সমুদ্রের জলে
পরস্পরের সাথে দু-দণ্ড জলের মতো মিশে
সেই এক ভোরেবেলা শতাব্দীর সূর্যের নিকটে
আমাদের জীবনের আলোড়ন—
হয়তো বা জীবনকে শিখে নিতে চেয়েছিলো।
অন্য এক আকাশের মতো চোখ নিয়ে
আমরা হেসেছি,
আমরা খেলেছি ;
স্মরণীয় উত্তরাধিকারে কোনো গ্লানি নেই ভেবে
একদিন ভালোবেসে গেছি।
সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু—
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।
হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক।
সেই জের টেনে আজো খেলি।
সূর্যালোক নেই— তবু—
সূর্যালোক মনোরম মনে হ'লে হাসি।
স্বতই বিমর্ষ হ'য়ে ভদ্র সাধারণ
চেয়ে ছাখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশি কালো-কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে—
ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা ম'রে যেতে জানে।

এরা সব এই পথে ;
ওরা সব ওই পথে— তবু
মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন— অন্তহীন বেদনার পথে।
কিছু নেই— তবু এই জের টেনে খেলি ;
সূর্যালোক প্রজ্ঞাময় মনে হ'লে হাসি ;
জীবিত বা মৃত রমণীর মতো ভেবে— অন্ধকারে-
মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।
তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী ?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হ'তে চাই
আমরা তো তিমিরবিনাশী।

বিস্ময়

কোথাও নতুন দিন র'য়ে গেছে না কি।
উঠে ব'সে সকলের সাথে কথা ব'লে
সমিতির কোলাহলে মিশে
তবুও হিসেব দিতে হয় এসে কোনো এক স্থানে ;
—সেখানে উটের পিঠে সার্থবাহ দিগন্তরে মিলিয়ে গিয়েছে ;
সাইরেনের কথা স্থির ;
আর শেষ সাগরে জাহাজডুবি জীবনে মিটেছে ;
বন্দরের অধিকারীদের হাল, কৃচ্ছ্র, আলোড়ন,
মানুষের মরণের ভয়ের ক্ষয়ের জন্যে মানুষের সর্বস্বসাধন
হ'তে চায়,— হয়তো বা হ'য়ে গেছে সার্বজনীন কল্যাণ।
জানি এ-রকম দিন আজো আসেনিকো।
এ-রকম যুগ ঢের— হয়তো বা আরো ঢের দূরের জিনিস।
আজ, এই ভূমিকায় মুহূর্তের বিস্মৃতির, স্মৃতির ভিতরে
সারাদিন সকলের সাথে ব্যবহৃত হ'য়ে চলি,
জিতে হেরে লুকায়ে সন্ধান ভুলে ; নিরুদ্দিষ্ট ভয়
খামিরের মতো এসে আমাদের সবের হৃদয়
অধিকার ক'রে রাখে।

চারিদিকে সরবরাহের সুর সারাদিনমান
কী চাহিদা কাদের মেটায়।
মানুষের জন্যে মানুষের সব সম্ভ্রমের ভাষা, ভাঙাগড়া, ভালোবাসা
এতদিন পরে এই অন্ধ পরিণতির মতন
হ'য়ে গিয়ে তবুও কঠিন ক্রান্তি না কি ?
কোলাহলে ভিড়ে গেছে জনসাধারণ :
জীবনের রক্তের বিনিময়ে ফাঁকি
প্রাণ ভ'রে তুলে নিয়ে পরস্পরের দাবি হিংসা প্রেম
ঊর্ণাকঙ্কালে মিলে গিয়ে

তবুও যে যার নিজ অন্ধ কাঠামোর কাছে ঠেকে— অহরহ—
সময়ের অনাবিষ্কৃত অন্তরীপ।

মনে হয় কোনো এক সমুদ্রের মাইলের— মাইলের দূর দিগন্তর
উদ্বেল, নিরপরাধভাবে
জীবনের মতো নীল হ'য়ে, তবু— মৃত্যুর মতন প্রভাবে।
অন্ধকার ঝড় থেকে অঙ্কে অগণন মেরুপাহাড়ের পাখি
সে তার নিজের বুকে টেনে নিয়ে—
অই পারে নব বসন্তের দেশে খুলে দিতে চেয়েছিলো না কি ?
সনাতন সত্যে অন্ধ হ'য়ে— তবু— মিথ্যায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে
পাখিদের ডেকে নিয়ে উড়ায়ে দিতেছে ;
মৃত্তিকার মর্মে ম্লান অম্লান উপকূলে হয়তো বা—
আর একবার তবু ওড়াবার মতো ;
মরণ বা প্রলোভন উপচায়ে— জীবনের নির্দেশবশত।

সৌরকরোজ্জ্বল

পরের খেতের ধানে মই দিয়ে উঁচু ক'রে নক্ষত্রে লাগানো
 সুকঠিন নয় আজ ;
যে-কোনো পথের বাঁকে ভাঙনের নদীর শিয়রে
 তাদের সমাজ।
তবুও-তাদের ধারা— ধর্ম অর্থ কাম কলরব কুশীলব—
 কিংবা এ-সব থেকে আসন্ন বিপ্লব
ঘনায়ে— ফসল ফলায়ে— তবু যুগে-যুগে উড়ায়ে গিয়েছে পঙ্গপাল
 কাল তবু— হয়তো আগামী কাল।
তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।
 মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে ; তৃতীয় চতুর্থ— আরো সব
আন্তর্জাতিক গ'ড়ে ভেঙে গ'ড়ে দীপ্তিমান কৃষিজাত জাতক মানব।

সূর্যতামসী

কোথাও পাখির শব্দ শুনি :
কোনো দিকে সমুদ্রের সুর :
কোথাও ভোরের বেলা র'য়ে গেছে— তবে।
অগণন মানুষের মৃত্যু হ'লে— অন্ধকারে জীবিত ও মৃতের হৃদয়
বিস্মিতের মতো চেয়ে আছে ;
এ কোন্ সিন্দুর সুর :
মরণের— জীবনের ?
এ কি ভোর ?
অনন্ত রাত্রির মতো মনে হয় তবু।
একটি রাত্রির ব্যথা স'য়ে—
সময় কি অবশেষে এ-রকম ভোরবেলা হ'য়ে
আগামী রাতের কালপুরুষের শস্য বুকে ক'রে জেগে ওঠে ?
কোথাও ডানার শব্দ শুনি ;
কোনো দিকে সমুদ্রের সুর—
দক্ষিণের দিকে,
উত্তরের দিকে,
পশ্চিমের পানে।

সৃজনের ভয়াবহ মানে ;
তবু জীবনের বসন্তের মতন কল্যাণে
সূর্যালোকিত সব সিন্ধু-পাখিদের শব্দ শুনি ;
ভোরের বদলে তবু সেইখানে রাত্রি-করোজ্জ্বল
ভিয়েনা, টোকিও, রোম, মিউনিখ— তুমি ?
সার্থবাহ, সার্থবাহ, ওই দিকে নীল
সমুদ্রের পরিবর্তে আটলান্টিক চার্টার নিখিল মরুভূমি।
বিলীন হয় না মায়ামৃগ— নিত্য দিকদর্শিন ;
অনুভব ক'রে নিয়ে মানুষের ক্লান্ত ইতিহাস

যা জেনেছে— যা শেখেনি—
সেই মহাশ্মশানের গর্ভাঙ্কে ধূপের মতো জ্ব'লে
জাগে না কি হে জীবন— হে সাগর—
শকুন্ত-ক্রান্তির কলরোলে।

রাত্রির কোরাস

এখন সে কত রাত ;
এখন অনেক লোক দেশ-মহাদেশে সব নগরীর গুঞ্জরন হ'তে
ঘুমের ভিতরে গিয়ে ছুটি চায়।
পরস্পরের পাশে নগরীর ঘ্রাণের মতন
নগরী ছড়ায়ে আছে।
কোনো ঘুম নিঃসাড় মৃত্যুর নামান্তর।
অনেকেরই ঘুম
জেগে থাকা।
নগরীর রাত্রি কোনো হৃদয়ের প্রেয়সীর মতো হ'তে গিয়ে
নটীরও মতন তবু নয় ;—
প্রেম নেই— প্রেমব্যসনেরও দিন শেষ হ'য়ে গেছে ;
একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রের
আকাশে উঠেছে ;
উঠে ভেঙে গেছে।
কোথাও মহান কিছু নেই আর তারপর।
ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রাণের প্রয়াস র'য়ে গেছে ;
তুচ্ছ নদী-সমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে
র'য়ে গেছে মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, অনন্ত কনভয়,—
মানবকদের ক্লান্ত সাঁকো ;
এর চেয়ে মহীয়ান আজ কিছু নেই জেনে নিয়ে
আমাদের প্রাণে উত্তরণ আসেনাকো।
সূর্য অনেক দিন জ্ব'লে গেছে মিশরের মতো নীলিমায়।
নক্ষত্র অনেক দিন জেগে গেছে চীন, কুরুবর্ষের আকাশে।
তারপর ঢের যুগ কেটে গেলে পর
পরস্পরের কাছে মানুষ সফল হ'তে গিয়ে এক অস্পষ্ট রাত্রির
অন্তর্যামী যাত্রীদের মতো
জীবনের মানে বার ক'রে তবু জীবনের নিকটে ব্যাহত

হ'য়ে আরো চেতনার ব্যথায় চলেছে।
মাঝে-মাঝে থেমে চেয়ে দেখে
মাটির উপর থেকে মানুষের আকাশে প্রয়াণ
হ'লো তাই মানুষের ইতিহাসবিবর্ণ হৃদয়
নগরে-নগরে গ্রামে নিষ্প্রদীপ হয়।
হেমন্তের রাতের আকাশে আজ কোনো তারা নেই।
নগরী— পৃথিবীর মানুষের চোখ থেকে ঘুম
তবুও কেবলি ভেঙে যায়
স্প্লিণ্টারের অনন্ত নক্ষত্রে।
পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ;
পুব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা;
আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা;
ইয়াঙ্কীর লেন-দেন ডলারে প্রত্যয়;—
এই সব মৃত হাত তবে
নব-নব ইতিহাস-উন্মেষের না কি?—
ভেবে কারু রক্তে স্থির প্রীতি নেই— নেই:—
অগণন তাপী সাধারণ প্রাচী অবাচীর উদীচীর মতন একাকী
আজ নেই— কোথাও দিৎসা নেই— জেনে
তবু রাত্রিকরোজ্জ্বল সমুদ্রের পাখি।

নাবিকী

হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে ;
এ-রকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে
সময়ের কুয়াশায় ;
মাঠের ফসলগুলো বার-বার ঘরে
তোলা হ'তে গিয়ে সমুদ্রের পারের বন্দরে
পরিচ্ছন্নভাবে চ'লে গেছে।
মৃত্তিকার ওই দিক আকাশের মুখোমুখি যেন শাদা মেঘের প্রতিভা ;
এই দিকে ঋণ, রক্ত, লোকসান, ইতর, খাতক ;
কিছু নেই— তবুও অপেক্ষাতুর ;
হৃদয়স্পন্দন আছে— তাই অহরহ
বিপদের দিকে অগ্রসর ;
পাতালের মতো দেশ পিছে ফেলে রেখে
নরকের মতন শহরে
কিছু চায় ;
কী যে চায়।
যেন কেউ দেখেছিলো খণ্ডাকাশ যতবার পরিপূর্ণ নীলিমা হয়েছে,
যতবার রাত্রির আকাশ ঘিরে স্মরণীয় নক্ষত্র এসেছে,
আর তাহাদের মতো নরনারী যতবার
তেমন জীবন চেয়েছিলো,
যত নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেছে রৌদ্রের আকাশে,
নদীর ও নগরীর
মানুষের প্রতিশ্রুতির পথে যত
নিরুপম সূর্যালোক জ্ব'লে গেছে— তার
ঋণ শোধ ক'রে দিতে গিয়ে এই অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকার।
মানবের অভিজ্ঞতা এ-রকম।
অভিজ্ঞতা বেশি ভালো হ'লে তবু ভয়
পেতে হ'তো ?

মৃত্যু তবে ব্যসনের মতো মনে হ'তো ?
এখন ব্যসন কিছু নেই ।
সকলেই আজ এই বিকেলের পরে এক তিমির রাত্রির
সমুদ্রের যাত্রীর মতন
ভালো-ভালো নাবিক ও জাহাজের দিগন্তর খুঁজে
পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন নেশনের নিঃসহায় প্রতিভূর মতো
পরস্পরকে বলে, 'হে নাবিক, হে নাবিক তুমি—
সমুদ্র এমন সাধু, নীল হ'য়ে— তবুও মহান মরুভূমি ;
আমরাও কেউ নই—'
তাহাদের শ্রেণী যোনি ঋণ রক্ত রিরংসা ও ফাঁকি
উঁচু-নিচু নরনারী নিক্তিনিরপেক্ষ হ'য়ে আজ
মানবের সমাজের মতন একাকী
নিবিড় নাবিক হ'লে ভালো হয় ;
হে নাবিক, হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় নাকি ।

সময়ের কাছে

সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চ'লে যেতে হয়
কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি।
সেই সব একদিন হয়তো বা কোন এক সমুদ্রের পারে
আজকের পরিচিত কোনো নীল আভার পাহাড়ে
অন্ধকারে হাড়কঙ্করের মতো শুয়ে
নিজের আয়ুর দিন তবুও গণনা ক'রে যায় চিরদিন ;
নীলিমার থেকে ঢের দূরে স'রে গিয়ে,
সূর্যের আলোর থেকে অন্তর্হিত হ'য়ে :
পেপিরাসে— সেদিন প্রিন্টিং প্রেসে কিছু নেই আর ;
প্রাচীন চীনের শেষে নবতম শতাব্দীর চীন
সেদিন হারিয়ে গেছে।

আজকে মানুষ আমি তবুও তো— সৃষ্টির হৃদয়ে
হৈমন্তিক স্পন্দনের পথের ফসল ;
আর এই মানবের আগামী কঙ্কাল ;
আর নব—
নব-নব মানবের তরে
কেবলি অপেক্ষাতুর হ'য়ে পথ চিনে নেওয়া—
চিনে নিতে চাওয়া ;
আর সে-চলার পথে বাধা দিয়ে অন্নের সমাপ্তিহীন ক্ষুধা ;
(কেন এই ক্ষুধা—
কেনই সমাপ্তিহীন !)
যারা সব পেয়ে গেছে তাদের উচ্ছিষ্ট,
যারা কিছু পায় নাই তাদের জঞ্জাল ;
আমি এই সব।

সময়ের সমুদ্রের পারে
কালকের ভোরে আর আজকের এই অন্ধকারে

সাগরের বড়ো শাদা পাখির মতন
দুইটি ছড়ানো ডানা বুক নিয়ে কেউ
কোথাও উচ্ছল প্রাণশিখা
জ্বালায়ে সাহস সাধ স্বপ্ন আছে— ভাবে।
ভেবে নিক—যৌবনের জীবন্ত প্রতীক : তার জয় !
প্রৌঢ়তার দিকে তবু পৃথিবীর জ্ঞানের বয়স
অগ্রসর হ'য়ে কোন্ আলোকের পাখিকে দেখেছে ?
জয়, তার জয়, যুগে-যুগে তার জয় !
ডোডো পাখি নয়।

মানুষেরা বার-বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে ;
নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে ;
তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা— নবীনতা— শুভ্র মানবিকতার ভোর ?
নচিকেতা জরাথুস্ত্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে ?
অন্ধকারে ইতিহাসপুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হ'য়ে যেতে চাই ;
কোথাও আঘাত ছাড়া— তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।
হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলি গতির গুণগান গেয়ে— সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে ;
নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলনসূর্যে মানবিক রণ
ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন ?
নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে— তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে !
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে— 'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় ;
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।

লোকসামান্য

অন্ধভাবে আলোকিত হয়েছিলো তারা
জীবনের সাগরে-সাগরে :
বঙ্গোপসাগরে,
চীনের সমুদ্রে— দ্বীপপুঞ্জের সাগরে।
নিজের মৎসর নিয়ে নিশানের 'পরে সূর্য এঁকে
চোখ মেরেছিল তারা নীলিমার সূর্যের দিকে।
তারা সব আজ রাতে বিলোড়িত জাহাজের খোল
সাগরকীটের মৃত শরীরের আলেয়ার মতো
সময়ের দোলা খেয়ে নড়ে ;
'এশিয়া কি এশিয়াবাসীর
কোপ্রস্পেরিটির
সূর্যদেবীর নিজ প্রতীতির তরে ?'
ব'লে সে পুরনো যুগ শেষ হ'য়ে যায়।
কোথাও নতুন দিন আসে ;
কে জানে সেখানে সৎ নবীনতা র'য়ে গেছে কিনা ;
সূর্যের চেয়েও বেশি বালির উত্তাপে
বহু কাল কেটে গেছে বহুতর শ্লোগানের পাপে।
এ-রকম ইতিহাসে উৎস রক্ত হ'য়ে
এই নব উত্তরাধিকারে
স্বর্গতি না হোক— তবু মানুষের চরিত্র সংহত হয় না কি ?
ভাবনা ব্যাহত হ'য়ে বেড়ে যায়— স্থির হয় না কি ?
হে সাগর সময়ের,
যে মানুষ,— সময়ের সময়ের সাগরের নিরঞ্জন-ফাঁকি
চিনে নিয়ে বিমলিন নাবিকের মতন একাকী
হ'লেও সে হ'তো, তবু পৃথিবীর বড়ো রৌদ্রে—
আরো প্রিয়তর জনতায়
'নেই' এই অনুভব জয় ক'রে আনন্দে ছড়ায়ে যেতে চায়।

জনান্তিকে

তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই— তবু,
গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই— তুমি
আজো এই পৃথিবীতে র'য়ে গেছ।
কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ;
বহুদিন থেকে শান্তি নেই।
নীড় নেই
পাখিরো মতন কোনো হৃদয়ের তরে।
পাখি নেই।
মানুষের হৃদয়কে না জাগালে তাকে
ভোর, পাখি, অথবা বসন্তকাল ব'লে
আজ তার মানবকে কী ক'রে চেনাতে পারে কেউ।
চারিদিকে অগণন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে
নিজেকে স্বাধীন ব'লে মনে ক'রে নিতে গিয়ে তবু
মানুষ এখনও বিশৃঙ্খল।
দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক
কেবলি আহত হ'য়ে মৃত হয়ে স্তব্ধ হয়;
এ ছাড়া নির্মল কোনো জননীতি নেই।
যে-মানুষ— যেই দেশ টিঁকে থাকে সে-ই
ব্যক্তি হয়— রাজ্য গড়ে— সাম্রাজ্যের মতো কোনো ভূমা
চায়। ব্যক্তির দাবিতে তাই সাম্রাজ্য কেবলি ভেঙে গিয়ে
তারই পিপাসায়
গ'ড়ে ওঠে।
এ ছাড়া অমল কোনো রাজনীতি পেতে হ'লে তবে
উজ্জ্বল সময়স্রোতে চ'লে যেতে হয়।
সেই স্রোত আজো এই শতাব্দীর তরে নয়।
সকলের তরে নয়।
পঙ্গপালের মতো মানুষেরা চরে;

ঝ'রে পড়ে।
এই সব দিনমান মৃত্যু আশা আলো গুনে নিতে
ব্যাপ্ত হ'তে হয়।
নবপ্রস্থানের দিকে হৃদয় চলেছে।

চোখ না এড়ায়ে তবু অকস্মাৎ কথনো ভোরের জনান্তিকে
চোখে থেকে যায়
আরো-এক আভা :
আমাদের এই পৃথিবীর এই ধ্বস্ত শতাব্দীর
হৃদয়ের নয়— তবু হৃদয়ের নিজের
হ'য়ে তুমি র'য়ে গেছ।

তোমার মাথার চুলে কেবলি রাত্রির মতো চুল
তারকার অনটনে ব্যাপক বিপুল
রাতের মতন তার একটি নির্জন নক্ষত্রকে
ধ'রে আছে।
তোমার হৃদয়ে গায়ে আমাদের জনমানবিক
রাত্রি নেই। আমাদের প্রাণে এক তিল
বেশি রাত্রির মতো আমাদের মানবজীবন
প্রচারিত হ'য়ে গেছে ব'লে—
নারি,
সেই এক তিল কম।
আর্ত রাত্রি তুমি।

শুধু অন্তহীন ঢল, মানব-খচিত সাঁকো, শুধু অমানব নদীদের
অপর নারীর কণ্ঠ তোমার নারীর দেহ ঘিরে;
অতএব তার সেই সপ্রতিভ অমেয় শরীরে
আমাদের আজকের পরিভাষা ছাড়া আরো নারী
আছে। আমাদের যুগের অতীত এক কাল

র'য়ে গেছে।
নিজের নুড়ির 'পরে সারাদিন নদী
সূর্যের— সুরের বীথি, তবু
নিমেষে উপল নেই— জলও কোন্ অতীতে মরেছে;
তবুও নবীন নুড়ি— নতুন উজ্জ্বল জল নিয়ে আসে নদী;
জানি আমি জানি আদি নারী শরীরিণীকে স্মৃতির
(আজকে হেমন্ত ভোরে) সে কবের আঁধার অবধি;
সৃষ্টির ভীষণ অমা ক্ষমাহীনতায়
মানবের হৃদয়ের ভাঙা নীলিমায়
বকুলের বনে মনে অপার রক্তের ঢলে প্রেশিয়ারে জলে
অসতী না হ'য়ে তবু স্মরণীর অনন্ত উপলে
প্রিয়াকে পীড়ন ক'রে কোথায় নভের দিকে চলে।

মকরসংক্রান্তির রাতে

(আবহমান ইতিহাসচেতনা একটি পাখির মতো যেন)

কে পাখি সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে
নক্ষত্রের থেকে আরো নক্ষত্রের রাতে
আজকের পৃথিবীর আলোড়ন হৃদয়ে জাগিয়ে
আরো বড়ো বিষয়ের হাতে
সে-সময় মুছে ফেলে দিয়ে
কী এক গভীর সুসময়!
মকর'ক্রান্তির রাত অন্তহীন তারায় নবীন :
—তবুও তা পৃথিবীর নয় ;
এখন গভীর রাত হে কালপুরুষ,
তবু পৃথিবীর মনে হয়।

শতাব্দীর যে-কোনো নটীর ঘরে
নীলিমার থেকে কিছু নিচে
বিশুদ্ধ মুহূর্ত তার মানুষীর ঘুমের মতন ;
ঘুম ভালো,— মানুষ সে নিজে
ঘুমাবার মতন হৃদয়
হারিয়ে ফেলেছে তবু।
অবরুদ্ধ নগরী কি ? বিচূর্ণ কি ? বিজয়ী কি ? এখন সময়
অনেক বিচিত্র রাত মানুষের ইতিহাসে শেষ ক'রে তবু
রাতের স্বাদের মতো সপ্রতিভ ব'লে মনে হয়।
মানুষের মৃত্যু, ক্ষয়, প্রেম বিপ্লবের ঢের নদীর নগরে
এই পাখি আর এই নক্ষত্রেরা ছিলো মনে পড়ে।

মকর'ক্রান্তির রাতে গভীর বাতাস।
আকাশের প্রতিটি নক্ষত্র নিজ মুখ চেনাবার
মতন একান্ত ব্যাপ্ত আকাশকে পেয়ে গেছে আজ।

তেমনই জীবনপথে চ'লে যেতে হ'লে তবে আর
দ্বিধা নেই ;— পৃথিবী ভঙ্গুর হ'য়ে নিচে রক্তে নিভে যেতে চায় ;
পৃথিবী প্রতিভা হ'য়ে আকাশের মতো এক শুভ্রতায় নেমে
নিজেকে মেলাতে গিয়ে বেবিলন লণ্ডন
দিল্লি কলকাতার নক্‌টার্নে
অভিভূত হ'য়ে গেলে মানুষের উত্তরণ জীবনের মাঝপথে থেমে
মহান তৃতীয় অঙ্কে : গর্ভাঙ্কে তবুও লুপ্ত হয়ে যাবে না কি !—
স্বর্যে আরো নব স্বর্যে দীপ্ত হ'য়ে প্রাণ দাও— প্রাণ দাও পাখি।

উত্তরপ্রবেশ

পুরনো সময় সুর ঢের কেটে গেল।
যদি বলা যেতো :
সমুদ্রের পারে কেটে গেছে,
সোনার বলের মতো সূর্য ছিলো পুবের আকাশে—
সেই পটভূমিকায় ঢের
ফেনশীর্ষ ঢেউ,
উড়ন্ত ফেনার মতো অগণন পাখি।
পুরনো বছর দেশ ঢের কেটে গেল
রোদের ভিতরে ঘাসে শুয়ে ;
পুকুরের জল থেকে কিশোরের মতো তৃপ্ত হাতে
ঠাণ্ডা পানিফল, জল ছিঁড়ে নিতে গিয়ে ;
চোখের পলকে তবু যুবকের মতো
মৃগনাভিঘন বড়ো নগরের পথে
কোনো এক সূর্যের জগতে
চোখের নিমেষ পড়েছিলো।

সেইখানে সূর্য তবু অস্ত যায়।
পুনরুদয়ের ভোরে আসে
মানুষের হৃদয়ের অগোচর
গম্বুজের উপরে আকাশে।
এ ছাড়া দিনের কোনো সুর
নেই ;
বসন্তের অন্য সাড়া নেই।
প্লেন আছে :
অগণন প্লেন
অগণ্য এয়োরোড্রোম
র'য়ে গেছে।

চারিদিকে উঁচু-নিচু অন্তহীন নীড়—
হ'লেও বা হ'য়ে যেতো পাখির মতন কাকলির
আনন্দে মুখর ;

সেইখানে ক্লান্তি তবু—
ক্লান্তি— ক্লান্তি ;
কেন ক্লান্তি
তা ভেবে বিস্ময় ;
সেইখানে মৃত্যু তবু ;
এই শুধু—
এই ;
চাঁদ আসে একলাটি ;
নক্ষত্রেরা দল বেঁধে আসে ;
দিগন্তের সমুদ্রের থেকে হাওয়া প্রথম আবেগে
এসে তবু অস্ত যায় ;
উদয়ের ভোরে ফিরে আসে
আপামর মানুষের হৃদয়ের অগোচর
রক্ত হেডলাইনের—রক্তের উপরে আকাশে।
এ ছাড়া পাখির কোনো সুর—
বসন্তের অন্য কোনো সাড়া নেই।

নিখিল ও নীড় জনমানবের সমস্ত নিয়মে
সজন নির্জন হ'য়ে থেকে
ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
উত্তরপ্রবেশ ক'রে আরো বড়ো চেতনার লোকে ;
অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ ক'রে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ-ভোর নবীন ব'লে মেনে নিতে হয় ;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব ; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।

দীপ্তি

তোমার নিকট থেকে
যত দূর দেশে
আমি চ'লে যাই
তত ভালো।
সময় কেবলি নিজ নিয়মের মতো ;— তবু কেউ
সময়স্রোতের 'পরে সাঁকো
বেঁধে দিতে চায় ;
ভেঙে যায় ;
যত ভাঙে তত ভালো।
যত স্রোত ব'য়ে যায়
        সময়ের
        সময়ের মতন নদীর
জলসিঁড়ি, নীপার, ওডার, রাইন, রেবা, কাবেরীর
        তুমি তত ব'য়ে যাও,
        আমি তত ব'য়ে চলি,
        তবুও কেহই কারু নয়।

আমরা জীবন তবু।

তোমার জীবন নিয়ে তুমি
সূর্যের রশ্মির মতো অগণন চুলে
রৌদ্রের বেলার মতো শরীরের রঙে
        খরতর নদী হ'য়ে গেলে
                হ'য়ে যেতে।
        তবুও মানুষী হ'য়ে

পুরুষের সন্ধান পেয়েছো ;
পুরুষের চেয়ে বড়ো জীবনের হয়তো বা।

আমিও জীবন তবু ;—
ক্বচিৎ তোমার কথা ভেবে
তোমার সে-শরীরের থেকে ঢের দূরে চ'লে গিয়ে
কোথাও বিকেলবেলা নগরীর উৎসারণে উচল সিঁড়ির
উপরে রৌদ্রের রং জ্ব'লে ওঠে— দেখে
বুদ্ধের চেয়েও আরো দীন সুষমায় সুজাতার
মৃত বৎসকে বাঁচায়েছে
কেউ যেন ;
মনে হয়,
দেখা যায়।

কেউ নেই— স্তব্ধতায় ;— তবুও হৃদয়ে দীপ্তি আছে।

দিন শেষ হয়নি এখনো।
জীবনের দিন— কাজ—
শেষ হ'তে আজো ঢের দেরি।
অন্ন নেই। হৃদয়বিহীনভাবে আজ
মৈত্রেয়ী ভূমার চেয়ে অন্নলোভাতুর।
রক্তের সমুদ্র চারিদিকে ;
কলকাতা থেকে দূর
গ্রীসের অলিভ-বন

অন্ধকার

অগণন লোক ম'রে যায় ;
এম্পিডোক্লেসের মৃত্যু নয় ;—
সেই মৃত্যু ব্যসনের মতো মনে হয় ।

এ ছাড়া কোথাও কোনো পাখি
বসন্তের অন্ত কোনো সাড়া নেই ।
তবু এক দীপ্তি র'য়ে গেছে ।

সূর্যপ্রতিম

আমরণ কেবলি বিপন্ন হ'য়ে চ'লে
তারপর যে বিপদ আসে
জানি
হৃদয়ঙ্গম করার জিনিস ;
এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।
বালুচরে নদীটির জল ঝরে,
খেলে যায় সূর্যের ঝিলিক,
মাছরাঙা ঝিকমিক ক'রে উড়ে যায় ;
মৃত্যু আর করুণার দুটো তরোয়াল আড়াআড়ি
গ'ড়ে ভেঙে নিতে চায় এই সব সাঁকো ঘর বাড়ি ;
নিজেদের নিশিত আকাশ ঘিরে থাকে।

এ-রকম হয়েছে অনেক দিন— রৌদ্রে বাতাসে ;
যারা সব দেখেছিলো —
যারা ভালোবেসেছিলো এই সব— তারা
সময়ের সুবিধায় নিলেমে বিকিয়ে গেছে আজ।
তারা নেই।
এসো আমরা যে যার কাছে— যে যার যুগের কাছে সব
সত্য হ'য়ে প্রতিভাত হ'য়ে উঠি।
নব পৃথিবীকে পেতে সময় চলেছে ?
হে অবাচী, হে উদীচী, কোথাও পাখির শব্দ শুনি ;
কোথাও সূর্যের ভোর র'য়ে গেছে ব'লে মনে হয় !
মরণকে নয় শুধু—
মরণসিন্ধুর দিকে অগ্রসর হ'য়ে
যা-কিছু দেখার আছে
আমরাও দেখে গেছি ;
ভুলে গেছি, স্মরণে রেখেছি।

পৃথিবীর বালি রক্ত কালিমার কাছে তারপর
আমরা খারিজ হ'য়ে দোটানার
অন্ধকারে তবুও তো
চক্ষুস্থির রেখে
গণিকাকে দেখায়েছি ফাঁদ ;
প্রেমিককে শিখায়েছি ফাঁকির কৌশল।
শেখাইনি ?

শতাব্দী আবেশে অস্তে চ'লে যায় :
বিপ্লবী কি স্বর্ণ জমায়।
আকণ্ঠ মরণে ডুবে চিরদিন
প্রেমিক কি উপভোগ ক'রে যায়
স্নিগ্ধ সার্থবাহদের ঋণ।
তবে এই অলক্ষিতে কোন্‌খানে জীবনের আশ্বাস রয়েছে

আমরা অপেক্ষাতুর ;
চাঁদের ওঠার আগে কালো সাগরের
মাইলের পরে আরো অন্ধকার ডাইনী মাইলের
পাড়ি দেওয়া পাখিদের মতো
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় জোগান দিয়ে ভেসে
এ অনন্ত প্রতিপদে তবু
চাঁদ ভুলে উড়ে যাওয়া চাই,
উড়ে যেতে চাই।

পিছনের ঢেউগুলো প্রতারণা ক'রে ভেসে গেছে ;
সামনের অভিভূত অন্তহীন সমুদ্রের মতন এসেছে ;
লবণাক্ত পালকের ডানায় কাতর
ঝাপটার মতো ভেঙে বিশ্বাসহন্তার মতো কেউ
সমুদ্রের অন্ধকার পথে প'ড়ে আছে।

মৃত্যু আজীবন অগণনে হ'লো, তবু
এ-রকমই হবে।

'কেবলি ব্যক্তির— ব্যক্তির মৃত্যু শেষ ক'রে দিয়ে আজ
আমরাও ম'রে গেছি সব'—
দলিলে না ম'রে তবু এ-রকম মৃত্যু অনুভব
ক'রে তারা হৃদয়বিহীনভাবে ব্যাপ্ত ইতিহাস
সাঙ্গ ক'রে দিতে চেয়ে যতদূর মানুষের প্রাণ
অতীতে ম্লানায়মান হ'য়ে গেছে সেই সীমা ঘিরে
জেগে ওঠে উনিশশো, তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, অনন্তের
অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।